



Gillette বার্গান্ডি — অঙ্ক 3

বার্গান্ডি — ফ্রান্স

অঙ্ক 3 — শেষ ফসল

গল্প কখনও এক রকম হয় না, কারণ যে মুহূর্তগুলোয় তারা এসে মেলে, সেগুলো কখনও এক রকম হয় না। জায়গা বদলায়। ঋতু বদলায়। মানুষ বদলায়। আর নারীরা যখন তাদের পথে এসে পড়ে, তখন ভবিষ্যদ্বাণীর আর কোনো দাম থাকে না।

এই গল্পটা আমি কিছুকাল আগে বলেছিলাম। আজ সেটা আবার বলতে চাই আরও তীব্রতা নিয়ে, প্রায় নিজের সঙ্গে এক কথোপকথনের মতো — স্মৃতির এক ডাক, এক কণ্ঠস্বর, যে সময়ের দরজায় কড়া নেড়েই চলেছে, আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে শুধু যা ছিল তা-ই নয়, হয়তো যা এখনও হতে পারে তা-ও।

অঙ্ক 3 — শেষ ফসল

সাবিনে পাশে থাকায় ভবিষ্যৎকে আর দূরের মনে হচ্ছিল না।

সেটা একটা জায়গা হয়ে উঠেছিল।

আঙুরখেতের দিকে তাকিয়ে আমি নতুন নতুন ঋতুর কল্পনা করলাম। ভাবলাম আমার সন্তানদের কথা, তাদের সন্তানদের কথা, আর সেই সবকিছুর কথা, যা হয়তো থেকে যাবে, যখন ঘোড়ায় চড়ে এস্টেট ঘুরে দেখার শক্তি আমার আর থাকবে না। বহু বছর আমি কাজের পেছনে ছুটেছি।

দায়িত্ব।

চ্যালেঞ্জ।

ফলাফল।

দেশের পর দেশ পেরিয়েছি, ব্যবসা গড়েছি, জয়ও চিনেছি, পরাজয়ও।

অথচ প্রশান্তি যেন বেছে নিয়েছিল বার্গান্ডির ওই কোণটুকু, আর সেই নারীকে, যাকে সময় অপ্রত্যাশিতভাবে আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

সাবিনে আঙুরলতার মাঝখান দিয়ে আমার পাশে পাশে হাঁটত।

আমরা কম কথা বলতাম।

একটা বয়সের পর মানুষ আবিষ্কার করে, নীরবতা প্রায়ই কথার চেয়ে স্পষ্ট করে সত্য বলে। দিনগুলো বয়ে যাচ্ছিল এমন এক সারল্যে, যা কখনও চিনেছি বলে আমার প্রায় মনেই পড়ত না।

ওয়াইন তার পিপের ভেতর ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছিল।

আঙুরখेत চলছিল তার নিজের ঋতু মেনে।

ঘোড়াগুলো মাঠে মাঠে অবাধে ছুটে বেড়াত।

আমার সন্তানেরা আগের চেয়ে ঘন ঘন আসত।

আর বছ বছরে এই প্রথম, আমি নিজের জীবনের দিকে তাকালাম, কোনো কিছু বদলানোর তাগিদ অনুভব না করেই।

আর ওয়াইন?

সে উত্তর তো রোমানরা আগেই দিয়ে গেছে।

In vino veritas.

ওয়াইনেই সত্য।

মুখোশ খসে পড়ে।

মিথ্যে দুর্বল হয়ে আসে।

এমনকি চাপা পড়ে থাকা অনুভূতিও শেষমেশ মুখ খোলার সাহস পায়।

আমার নতুন জীবনকে আমি এভাবেই কল্পনা করতাম।

বার্গান্ডি।

আঙুরখेत।

ঘোড়া।

সাবিনে।

কাছেই আমার সন্তানেরা।

আর আমি, ঘোড়ায় চড়ে সারির পর সারি পেরোচ্ছি, ছাঁটাই ঠিক হল কি না দেখছি, খুঁটিয়ে লক্ষ করছি রোদ কীভাবে লতাগুলোকে ছুঁয়ে যায়।

অবশেষে সবকিছু যেন নিজের নিজের জায়গায় এসে বসেছিল।

আর আমি একানব্বই বছর বয়সে পৌঁছে গিয়েছিলাম।

একানব্বই।

এমন এক বয়স, যখন মানুষ ভাবে, সে এত কিছু দেখে ফেলেছে যে আর কোনো কিছুতেই অবাক হবে না।

আমি ভুল ভেবেছিলাম।

কারণ এস্টেটের লম্বা পথ বেয়ে আরেকটা গাড়ি উঠে আসার শব্দ শুনব, এ আমি কখনও ভাবিনি। আরেকটা গাড়ি।

আরেক নারী।

আরেক তরুণ।

গাড়িটা গতি কমিয়ে আমাদের থেকে কয়েক মিটার দূরে থামল।

আমি সাবিনের দিকে তাকালাম।

গাড়িটার দিকে তাকালাম।

তাকালাম নেমে আসা তরুণটির দিকে।

ক্ষণিকের জন্য আমার এক উদ্ভট অনুভূতি হল, যেন জীবন এমন একটা দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি করছে, যা আমি আগেই যাপন করে ফেলেছি। নারীটি দরজা বন্ধ করে স্থির দাঁড়িয়ে রইল, গাড়িটাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

তারপর আমার দিকে তাকাল।

তার মুখে ছিল এমন কারও অভিব্যক্তি, যে সেখানে দৈবাৎ এসে পৌঁছায়নি।

এমন কারও অভিব্যক্তি, যে বছরের পর বছর খুঁজে বেড়িয়েছে।

টের পেলাম, আমার পাশে সাবিনে শক্ত হয়ে গেছে।

আমিও নড়তে পারছিলাম না।

নারীটি কয়েক পা এগিয়ে এল।

তরুণটি তার গা ঘেঁষেই রইল।

সে আমাকে মন দিয়ে লক্ষ করল।

একটু বেশিই মন দিয়ে।

যেন কোনো কিছুর নিশ্চয়তা খুঁজছে।

যেন এমন কিছু ফিরে পেতে চাইছে, যার কথা সে সারা জীবন শুনে এসেছে।

অবশেষে সে হাসল।

কোমল এক হাসি।

প্রায় বিষণ্ণ।

তারপর একটিমাত্র প্রশ্ন করল।

“আপনিই কি ফের্দিনান্দো ফ্রেগা?”

আমি তখনই উত্তর দিলাম না।

যা আমরা জানি না, ভয় সবসময় তা থেকে আসে না।

কখনও কখনও আসে তা থেকে, যা আমরা হয়তো চিনে ফেলব।

আমাদের ঘিরে বার্গান্ডি নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে ছিল।

নিবে আসা আলোর নিচে আঙুরখেত শ্বাস নিচ্ছিল।

কেউ কথা বলল না।

সাবিনে নয়।

তরুণটি নয়।

আমিও নই।

কারণ সেই মুহূর্তে আমি এমন একটা কথা বুঝলাম, যা একানব্বইটা বছরও আমাকে শেখাতে পারেনি। জীবন তার অমীমাংসিত হিসাব প্রায় কখনওই চুকিয়ে ফেলে না।

তুলে রাখে।

আগলে রাখে।

ধীরে ধীরে পরিণত হতে দেয়, পিপের ভেতর জিরোতে থাকা ওয়াইনের মতো।

তারপর, ঠিক যখন ভাবি গল্পটা ফুরিয়ে আসছে, তখন সে এমন একটা দরজা খুলে দেয়, যা চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে গেছে বলে ভেবেছিলাম।

একটা স্মৃতি।

একটা প্রশ্ন।

একটা আক্ষেপ।

এক নারী।

হয়তো এক ছেলে।

হয়তো এক পুরোনো প্রেম।

কিংবা হয়তো এমন এক সত্য, আমাদের কাছে পৌঁছাতে যার গোটা একটা জীবন লেগে গেল।

আমি নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলাম।

পাশে সাবিনে।

সামনে সেই নারী।

আর দুই তরুণ, যারা আলাদা আলাদা গল্পের মানুষ — কিংবা হয়তো একই গল্পের।

আর এই প্রথম, উত্তরটা জানার কোনো তাড়া আমি অনুভব করলাম না।

কারণ বুঝেছিলাম, নিয়তি বইটা বন্ধ করতে আসেনি।

এসেছিল আরেকটা পাতা জুড়তে।

আর হয়তো, বার্গান্ডির বুকে সেই সন্ধ্যায়, সবচেয়ে জরুরি অধ্যায়টা সবে শুরু হচ্ছিল।

ফের্দিনান্দো